এস এম আব্রাহাম লিংকন ▶

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : সংকট ও সংকীর্ণতারোধে করণীয়

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী গিয়েছিলাম রাকসুর সাবেক সব নেতা ও সাবেক জাতীয় ছাত্রনেতারা। উদ্দেশ্য ছিল বন্ধ থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ছাত্র আন্দোলন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু আরোপিত অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের একটা সমাধান খোঁজা। উদ্যোগটি মূলত নিয়েছিলেন রাকসুর সাবেক ভিপি রাশিব আহসান মুন্না। আমার ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল স্বাধীনতার পক্ষের সব ছাত্র সংগঠন সেখানে সাড়া দেবে। দেখলাম তা হয়ে ওঠেনি দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতার কারণে। মুন্না ভাই সর্বত্রগামী উদ্যোগের পক্ষে থাকলেও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোকেই সেখানে দেখেছি। আওয়ামী ছাত্রলীগ বা জাসদ ছাত্রলীগসহ কোনো ছাত্রলীগই সেখানে ছিল না। বরং চলমান ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের বক্তব্যের গতি-প্রকৃতি মূলতই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ছাত্রলীগকে একই রেখায় দাঁড় করিয়ে অভিযুক্ত করা।

আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিদ্ধান্তগুলোর প্রচণ্ড বিরোধী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে উদ্দেশ্যে সান্ধ্য কোর্স চালু করেছে, তার বিরুদ্ধে। অবশ্যই আমি সান্ধ্য কোর্সের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু যাদের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে তা চালু করা হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের আপত্তি। আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাথরুম আর পৌচাগার ছাড়া অন্য কোনো দরজা কখনোই বন্ধ করা যাবে না। শিক্ষার দরজা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। শিক্ষা বিতরণের জন্য যদি সান্ধ্য কোর্স চালু হতো, আমার মনে হয় কোনো শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয়। ২৫ ফেব্রুয়ারির সংহতি সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ-বিপক্ষের একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, বর্তমানে চালুকৃত সান্ধ্যকালীন কোর্সটি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নয়; বরং উচ্ছিষ্টের মনোবাসনা পূরণে সনদ বিতরণের মহোৎসব। দিনের বেলায় যেখানে ছাত্রদের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হচ্ছে। নম্বরের সামান্য হেরফেরের জন্য সমপর্যায়ের ছাত্ররা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তখন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যাবেলায় প্রতিযোগিতা ছাড়া যেকোনো ছাত্র বা ছাত্র নামধারী যাদের টাকা আছে, তারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। রাতে যারা ভর্তি হবে তাদের মেধা তুলনামূলক কম হলেও ভর্তি হওয়ার সুযোগ বঞ্চিত হবে না, যদি তার টাকা থাকে। অর্থাৎ টাকা থাকলেই যেনতেনভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ ধনীদের জন্য অবারিত থাকবে। ফলে একদল শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পাঠদানের নামে সহজেই বিপুল পরিমাণ অর্থ আয়ের সুযোগের অধিকারী হবেন। বিষয়টি শুধু বেমানান নয়, বরং অনৈতিকও, যা কিনা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে অসামঞ্জস্য। অনেক শিক্ষকই বলেছেন, সহজেই অর্থ লাভের একটা সংক্রামক ব্যাধিতে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনেকেই আক্রান্ত। তাঁদের কারো কারো মতে, একজন শিক্ষকের অর্থ উপার্জনই যদি মুখ্য হয়, তবে শিক্ষকতার পেশা বাদ দিয়ে তাঁর ভিন্ন পেশা বাছাই করা উচিত। শিক্ষকতা তাদের মহিমায় মহান পেশা।

একদল অভিযোগ করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই নিজেদের বাড়ির বুয়া, আত্মীয়স্বজন, জামাই কিংবা পুত্রবধূর কর্মসুযোগ তৈরি করতে গিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দিয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় চাহিদার অতিরিক্ত জনবলের ভারে ন্যুব্জ, যাদের বেতনসহ আনুষঙ্গিক আর্থিক চাহিদা পূরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অক্ষম। এ অবস্থায় এই বাড়তি জনবলের যথার্থতা প্রমাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করছে এবং ছাত্রদের বেতনসহ আনুষঙ্গিক অন্য ক্ষেত্রে বহুগুণ ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চলমান বাজারমূল্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফি বৃদ্ধি করা যৌক্তিক মনে হতে পারে। যদি ছাত্ররা নিজ বেতন দিয়েই শিক্ষকদের পারিতোষিক প্রদান করবে, তাহলে সেখানে রাষ্ট্রের কর্তব্য বা খবরদারি করার কী থাকে? বর্তমান সরকার শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে অবৈতনিক করছে, শুধু তা-ই নয়, বরং পিছিয়েপড়াদের শিক্ষায় আগ্রহী করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত ছাত্রবৃত্তির বাইরে আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে। তখন একই দেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য হাজারগুণ ফি বৃদ্ধি সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কুঠারাঘাত এবং এ রকম একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকারবিরোধীদের হাতে একটি ইস্যু তুলে দেওয়া হলো কি না বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে যদি কর্তৃপক্ষ সান্ধ্য কোর্স বা ডাবল শিফট চালু করে, তাতে আমরা আনন্দিত হব। সেই শিফট চালু রাখতে যদি শিক্ষকরা ওভারটাইম করেন সেটি হবে মহৎকর্ম, বাণিজ্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে পথে হাঁটছে সেটি ন্যায্য পথ নয় বরং বক্তুর ও বিতর্কিত। এ পথ পরিত্যাজ্য। অন্যথায় প্রশাসন উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না। আন্দোলনটিকে কৌশলে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র বলে 'বাণী' ছুড়ে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করবে মাত্র।

> ১৯৯১ সালের পর থেকে রাকসু নেই, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধির পাঁচটি পদ ২৩ বছর ধরে ফাঁকা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই দশক ধরে ভিসিরা নির্বাচিত হন না, তাঁরা মনোনীত হন। ভিসির একক সিদ্ধান্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা হওয়ার কারণেই সেখানে অনেকটা স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচন হতে পারলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধা কোথায়? জরুরি হচ্ছে সিনেট ও রাকসু নির্বাচন করা। নির্বাচিতদের মতামত নিয়েই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং রাষ্ট্রকে বিবেচনায় নিতে হবে, চলমান আন্দোলন বামপন্থীদের একক অংশগ্রহণে গড়ে ওঠেনি। এই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শত ভাগ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, এখানে যেমন বামপন্থীরা আছে, তেমনি সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের ৯৫ শতাংশ সদস্য ওভানুধ্যায়ী এর সঙ্গে যুক্ত। হয়তো দুই-চারজন ছাত্রলীগ নামধারী প্রশাসনের হয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, যা কিনা সমগ্র ছাত্রলীগকে বোঝায় না। সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের মাধ্যমে ছাত্রলীগ প্রকারান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থানকে পরিষ্কার করার প্রয়াসী হয়েছে।

এই আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর কিছু বিভ্রান্তিও আছে। মনে রাখতে হবে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ছাত্রসমাবেশের মাধ্যমে সান্ধ্য কোর্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ ছাত্র বামপন্থীদের বলয়ভুক্ত নয়। নামে-বেনামে এখানে প্রায় সব শ্রেণীর ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব আছে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গিয়ে সব ছাত্রলীগকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা নিয়েছে, যা স্বাধীনতাবিরোধীদেরও লক্ষ্য। এখানে প্রতিক্রিয়াশীলরা নেতৃত্বের পর্যায়ে বেজায় নীরব। কারণ তাদের কাজ প্রগতিশীলরা অনেকখানি এগিয়ে দিচ্ছে। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো একবারও হিসাবে নেয়নি আন্দোলনে ছাত্রলীগের হাজার হাজার সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এখনো বক্তব্যের গতি-প্রকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও গোটা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে সমান্তরাল। এখানে আমার দৃষ্টিতে বামপন্থী ছাত্রনেতৃত্বের ভ্রান্তিমূলক অবস্থান সব ছাত্রলীগকে অপরাধীর তালিকাভুক্ত করে ছাত্রলীগ ও তার বিপুলসংখ্যক সমর্থকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে। আবার ছাত্রলীগ নেতৃত্বেরও বিভ্রান্তি আছে, তারাও বিবেচনায় নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যায্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের করণীয় আছে। জাতি ও ছাত্রস্বার্থবিরোধী যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ প্রতিবাদী হতে পারে। আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা যাবে না—এমন ধারণা সঠিক নয়। যে সিদ্ধান্ত জাতির স্বার্থবিরোধী, দল ও দলীয় সরকারকে বিব্রত করে, সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদী হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কুণ্ঠাহীনভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

এ মুহূর্তে জরুরি যেসব নিরীহ ছাত্রের নামে মামলা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা, শিক্ষক ছাত্র প্রক্টরিয়াল বডিসহ যারা সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত, সেসব অপরাধীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারসহ ফৌজদারি আইনের আওতায় নিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া। আন্দোলন হবে এই ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা সঠিক নয়। এটি সামরিক স্বৈরাচারদের অস্ত্র ছিল। গণতান্ত্রিক যুগে এর ব্যবহারে গণতান্ত্রিক সরকারকেই বিব্রত করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের নামে ভিসি 'অল ইন অল'। তাঁর একক সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় চলে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক চর্চা জরুরি। সান্ধ্য কোর্সসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্প্রসারণ, বাজেট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিনেটকে পাশ কাটিয়ে হতে পারে না। কিন্তু সিনেটের অধিবেশন বহু বছর ধরে হয় না। সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটসহ অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বহুকাল নির্বাচন নেই। ১৯৯১ সালের পর থেকে রাকসু নেই, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধির পাঁচটি পদ ২৩ বছর ধরে ফাঁকা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই দশক ধরে ভিসিরা নির্বাচিত হন না, তাঁরা মনোনীত হন। ভিসির একক সিদ্ধান্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা হওয়ার কারণেই সেখানে অনেকটা স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচন হতে পারলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধা কোথায়? জরুরি হচ্ছে সিনেট ও রাকসু নির্বাচন করা। নির্বাচিতদের মতামত নিয়েই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানটি যেমন বিপর্যয়ের শিকার হবে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত চলমান সরকারকে সংকটে ফেলবে।

লেখক : সাবেক রাকসু এজিএস ও সিনেট সদস্য
abrahamlincoln66@gmail.com